গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিচালকের কার্যালয়
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
www.skh.gov.bd

নম্বর- ০৫.৮৭.০০০০.০০০.৩৪.০০৪.২১-৮৮

তারিখ: মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮.১২.২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১৫.৩৩.০০১.২২.৩৬৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে..... পাতা।

২৫/০১/২০২৩

(মোঃ দিদারুল ইসলাম)
উপসচিব
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
ফোন: ২২৩৩৮৬৭০৮
geh@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
www.skh.gov.bd

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মোঃ শাহজান আলী মোল্লা, সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

স্থান : পরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ০৮-০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ সকাল ৮.০০ ঘটিকা। উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতপর: সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য আহবান করেন। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.	আলোচ্য বিষয়/কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের আলোচনা (এপিএ ক্রমানুসারে)	পর্যালোচনা/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**সেকশন ৩** **কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা** (কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ)			
	[১] সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা প্রদান	[১.১] বহিঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী লক্ষমাত্রা ১০০% স্থলে ১০০% অর্জন হয়েছে।	নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বহির্বিভাগে আগত সকল রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করায় ধন্যবাদ জানানো হয় এবং প্রমানক প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	এপিএ টীম, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।
		[১.২] অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী লক্ষমাত্রা ৩০% স্থলে ৪৬% অর্জন হয়েছে।	লক্ষমাত্রা অর্জিত হওয়ায় ধন্যবাদ জানানো হয় এবং প্রমানক প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তী অর্থবছরে লক্ষমাত্রা বৃদ্ধির করার পরামর্শ দেয়া হয়।	ঐ
		[১.৩] জরুরি বিভাগে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ৬০০০ রোগীকে চিকিৎসা দেয়ার বিপরীতে ৬ মাসে ২১১৬ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, ইমার্জেন্সী বিভাগে লক্ষমাত্রা নির্ণয়ে সংখ্যা নির্ধারণ না করে যে সকল রোগীরা এ বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসে তাদেরকে ফেরত না দিয়ে শতভাগ রোগীকে চিকিৎসার প্রদানের লক্ষ্যে রোগীর সংখ্যার পরিবর্তে শতকরা (%) হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করে লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ইমার্জেন্সীতে আগত রোগীদের অন্য হাসপাতালে রেফার্ড না করে শতভাগ রোগীকে চিকিৎসা দিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে। ইমার্জেন্সী বিভাগের লক্ষমাত্রা নির্ণয়ে রোগীর সংখ্যার পরিবর্তে শতকরা % নির্ধারণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
		[১.৪] অপারেশন সংখ্যা লক্ষমাত্রা ১০০০ এর স্থলে ৬ মাসে ৯৩৬টি অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন, যেহেতু	করোনা পরবর্তী সময়ে নিয়মিত অপারেশন কার্যক্রম চালু থাকায় পরবর্তী	ঐ

		বর্তমানে করোনা রোগীর সংখ্যা অনেক কমেছে সেহেতু পরবর্তী অর্থবছরে লক্ষমাত্রা বৃদ্ধির করার পরামর্শ দেয়া হয়।	অর্থবছরের এপিএ-তে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	
		[১.৫] ল্যাবরেটরী পরীক্ষার লক্ষমাত্রা ১,২০,০০০ হাজারের স্থলে ৬ মাসে ১,৮৩,৭০৪টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বিগত দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্নেরভিত্তিতে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। করোনা রোগী কমে আসায় এবং সাধারণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হয়েছে।	সভাপতি বলেন, অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে APA-তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ফলাফল অর্জনভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে লক্ষমাত্রা নির্ধারণে আরও যত্নবান হতে হবে।	ঐ
		[১.৬] ব্লাড স্ক্রিনিং ও ক্রস ম্যাচিং: লক্ষমাত্রা ১০০ জনের স্থলে ৬মাসে ৩৫৯ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় করোনা রোগীদের বিগত দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পন্নেরভিত্তিতে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত অক্টোবর-ডিসেম্বরে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ায় এবং ডেঙ্গু রোগীদের ব্লাড স্ক্রিনিং ও ক্রস ম্যাচিং বেশি হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অর্জন বেশি হয়েছে।	সভাপতি, পরবর্তী অর্থবছরে লক্ষমাত্রা নির্ধারণে আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
		[১. ৭] ইসিজি পরীক্ষা লক্ষমাত্রা ৫ হাজারের স্থলে ৬ মাসে ৫৪২৬টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক, আগামীতে নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী অর্জন সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
		[১.৮] ইকো পরীক্ষায় লক্ষমাত্রা ৫০০ টির স্থলে ৩৮১টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।	লক্ষমাত্রা অর্জনে ধারাবাহিক অগ্রগতি ধরে রাখতে হবে।	ঐ
		[১.৯] এক্স-রে পরীক্ষা ৯০০০ এর স্থলে ৬মাসে ১৫২৩৫টি সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় করোনা রোগীদের বিগত দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পন্নেরভিত্তিতে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে সাধারণ (নন কোভিড) রোগীদের চিকিৎসাসেবা অব্যাহত থাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশি হয়েছে। সভাপতি রেডিওলজি বিভাগে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, আলট্রাসনোগ্রামের পাশাপাশি রেডিওথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজনের অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে APA-তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ফলাফল অর্জনভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পরবর্তী অর্থবছরে চলতি অর্থবছরের অর্জন বিবেচনায় নিয়ে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। রেডিওলজি বিভাগে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, আলট্রাসনোগ্রামের পাশাপাশি রেডিওথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ঐ
		[১.১০] সিটি স্ক্যান পরীক্ষা লক্ষমাত্রা ৫০০ এর স্থলে ৬ মাসে ৪৮৩ টি অর্জন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক, আগামী অর্থবছরে লক্ষমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।	ঐ
		[১.১১] আলট্রাসনোগ্রাম: আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা লক্ষমাত্রা ৩০০০ এর স্থলে ৬ মাসে ৫৩৬৬ টি সম্পন্ন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
		[১.১২] ইপিআই: ফোকাল পয়েন্ট বলেন, করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হওয়ার কারণে ইপিআই সেবাদান কার্যক্রম বন্ধ	বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ

		ছিলো। চলতি অর্থবছরে ইপিআই কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের অর্জন বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হবে।		
		১.১৩ পরিবার পরিকল্পনা সেবা: পরিবার পরিকল্পনা সেবা লক্ষমাত্রা ৮০০ এর স্থলে ৯০৭টি অর্জিত হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[২] করোনা আক্রান্ত সরকারি কর্মচারীদের করোনা চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন প্রদান	[২. ১] সন্দেহজনক করোনা রোগীদের নমুনা পরীক্ষা: করোনা পরীক্ষা লক্ষমাত্রা ১ হাজারের স্থলে ৬ মাসে ৩২৭৯ টি অর্জন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ফোকাল পয়েন্ট বলেন, এপিএ প্রস্তুতকালে করোনা সংক্রমন ৫% এর নিচে নেমে থাকায় সে প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে করোনার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরীক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
		[২.২] অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত করোনা রোগী: ফোকাল পয়েন্ট জানান অন্তর্বিভাগে আগত ভর্তিযোগ্য সকল করোনা রোগীকে ভর্তিপূর্বক চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।	বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক। ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
		[২.৩] নিবন্ধিত ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান: ফোকাল পয়েন্ট জানান, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য যে সকল ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করেছেন তন্মধ্যে ১০০% ব্যক্তিকে করোনা টিকা প্রদান করা হচ্ছে।	বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
		[২.৪] করোনা আক্রান্ত রোগীদের টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান: ফোকাল পয়েন্ট বলেন, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে যে সকল করোনা সন্দেহভাজন ব্যক্তি করোনার নমুনা পরীক্ষা করে থাকেন, তন্মধ্যে পজিটিভ রোগীদের প্রত্যেককে হাসপাতালের পক্ষ হতে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অনেকে নির্ধারিত মোবাইল নম্বরে ফোন করে টেলিমেডিসিন সেবা নিয়ে থাকেন।	উদ্দ্যোগটি সন্তোষজনক, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে টেলিমেডিসিনের পরিধি বৃদ্ধিসহ ভিডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
	[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৩.১] নতুন ভবনে প্রশাসনিক উইং চালু: নতুন ভবনে প্রশাসনিক উইং চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় মার্চ, ২০২৩ সালের মধ্যে নতুন ভবনে প্রশাসনিক উইং চালু করা সম্ভব হবে ।	লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রচেষ্ট চালিয়ে যেতে হবে।	ঐ

		[৩.২] হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম চালুর লক্ষে সমাজকল্যাণ বিভাগ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ: সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে একজন সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের সহযোগীতায় সমাজকল্যাণ বিভাগ চালুর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চেয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে পত্র দিতে হবে।	
		[৩.৩] আই.সি.ইউ সচল রাখা: সভায় উপস্থিত আইসিইউ বিভাগের প্রধান ডা. মোঃ জিয়া উদ্দিন জানান, এ হাসপাতালের আইসিইউতে ৬টি ভেন্টিলেটর/ইউনিট রয়েছে। সবগুলোই সচল অবস্থায় রোগীদের সেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে।	বাস্তবায়ন সন্তোষজনক, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
		[৩.৪] ৫০০ শয্যা হাসপাতালের জন্য সৃজনকৃত জনবলের নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণ: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, নিয়োগবিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে এ হাসপাতাল হতে গত ১৩.১০.২০২২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখায় নিয়োগবিধি সংক্রান্ত একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিধিমালার গেজেট প্রকাশিত হবে।	নিয়োগবিধিমালার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
		[৩.৫] ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন: লক্ষ্যমাত্রা ৫০% এর স্থলে ২৭% অর্জিত হয়েছে।	বছর শেষে শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষে উদ্দ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
	[৪] সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	[৪.১] ই টেন্ডারিং প্রবর্তন: ফোকাল পয়েন্ট জানান, ইজিপি চালুর লক্ষ্যে এ হাসপাতালের ১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী টেন্ডারসমূহ ই-নথিতে চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	সভাপতি বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ই টেন্ডারিং চালু করতে হবে।	ঐ
		[৪.২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System) চালুকরণ: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, সর্বসাধারণের অনলাইনে অভিযোগ জানানোর জন্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা বক্সে লিংক দেয়া রয়েছে। হাসপাতালের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যে কেউ অনলাইনে অভিযোগ করতে পারবে। সভাপতি বলেন, এপিএ-এর সংযোজনী-৬ এ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র রয়েছে। এজন্য আগামী অর্থবছরে সেকশন-৩ থেকে এটি বাদ দিতে হবে।	অনলাইনে/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ যথাসমূহে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এপিএ-এর সংযোজনী-৬ এ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র থাকায় আগামী অর্থবছরে সেকশন-৩ থেকে এটি বাদ দিতে হবে।	ঐ

		[৪.৩] সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রতি মাসে এ হাসপাতাল পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকেন। উক্ত সুপারিশ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।	বাস্তবায়ন সন্তোষজনক, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ

২। সংযোজনী-৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও ১ম ও ২য় কোয়ার্টারে ৫০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হস্তান্তর করা হয়নি।

সভাপতি বলেন, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে বিল রেজিস্ট্রারের ফটোকপি অথবা এপিপি'র অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রয়ের কার্যাদেশের ফটোকপি প্রমানক হিসেবা দাখিল করতে হবে। সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে পরিচালকের নিকট থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে। টেলিমেডিসিন সেবা ও ই-জিপি চালু সেকশন-৩-এ উল্লেখ থাকায় পরবর্তী অর্থবছরের এপিএ-তে সেকশন-৩ থেকে এটি বাদ দিতে হবে। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রকল্পের PIC সভা ও সেকশন-৩ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় থাকায় পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: ১। সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে পরিচালকের নিকট থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে।

২। পরবর্তী অর্থবছরের এপিএ-তে সেকশন-৩ থকে টেলিমেডিসিন সেবা ও ই-জিপি চালুর লক্ষ্যমাত্রা বাদ দিতে হবে।

৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রকল্পের PIC সভা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় থাকায় পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। বছর শেষে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন কাউন্টারে সারি ব্যবস্থাপনায় কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে যা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ২৬.১০.২০২২ তারিখ উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে এ হাসপাতালে ডিজিটাল নথি চালু করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। স্কয়ার হাসপাতালের উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করে এ হাসপাতালে কিউ সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন, ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে প্রমানক হিসেবে বিল রেজিস্ট্রারের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত: অবশিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।

৪। সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট বলেন, এ হাসপাতালের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তার তথ্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা পরিবর্তন না হওয়ায় একই তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করতে হবে।

৫। সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট জানান, চলতি অর্থবছরে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ৩য় কোয়ার্টারে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হবে।

সভাপতি জানান, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠনের স্বপক্ষে অফিস আদেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।

৬। সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট জানান, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে নির্ধারিত ফরমে কেউ কোনো তথ্য জানতে চায়নি। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদন হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে তবে হার্ডকপি এখনও ছাপানো সম্ভব হয়নি।

সভাপতি জানান, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ ও প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তথ্য অধিকার সেবাবক্সে বিভিন্ন সেবার তথ্য আপলোড করতে হবে।

ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে সভাপতি বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য বছরের শুরু থেকে কার্যক্রম গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। তাই আগে থেকেই এপিএ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। যে সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সম্ভব হয়নি সেই সকল সূচকের লক্ষমাত্র অর্জনের লক্ষে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সকল সূচকের অর্জনের স্বপক্ষে যাবতীয় প্রমানকসমূহ এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১২

(মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা)
সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত
বিশেষজ্ঞ পুল।